দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 3 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চাঁপাইনওয়াবগঞ্জে মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি

স্কুল গেটেও হেরোইন বিক্রি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ, ২ জানুয়ারি।– চাপাইনওয়াবগঞ্জ এখন মদ, গাঁজা, চরস ও হেরোইনের কেনা বেচার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে সরবরাহ এবং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। সেই জন্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মাদকাসক্তের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। স্কুলের গেটে হেরোইন বিক্রি হয়।

স্কুল কলেজের ছাত্র, চোরাকারবারীদের মাল বহনের দিনমজুর রিক্সাচালক, সাধারণ শ্রমিক ও বস্তীবাসীরা অধিক হারে মদ, গাজা ও হেরোইনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে।

চাপাইনবাবগঞ্জের পৌর এলাকার দু'টি মহল্লায় শিরাসক্ত কানসাট, ভোলাহাট ও রনেপুরে কেরু কোম্পানীসহ ভারতীয় ব্রান্ডের বিভিন্ন লেবেল ও শিশিতে দেদারসে নকল মদ তৈরী হচ্ছে। শহরসহ জেলার অন্তত ৪০টি এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দফতর নবাবগঞ্জে থাকলেও তারা নকল মদ তৈরীকারকদের ব্যাপারে কোনরকম ভূমিকা গ্রহণ করেনা। উপরন্তু এদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দহরম মহরম চোখে পড়ে। নবাবগঞ্জ পুলিশ সম্প্রতি শহরের কয়েকটি আয়ুর্বেদী দোকানে অভিযান চালিয়ে কয়েক লাখ টাকার অবৈধ মওজুদ নকল মদ উদ্ধার করার পরও সর্বত্র মদের ছড়াছড়ি চোখে পড়ছে। বিশেষ করে পূর্বে যারা চোরাচালানের কাজে বারবার ভারত গিয়েছে তারা এখন কম খাটুনীতে বেশী কামাইয়ের সহজ পথ নকল মদ তৈরীর ব্যবসার প্রতি ঝুকে পড়েছে।

নবাবগঞ্জ পুলিশ ৯২ সালের ১২ মাসে প্রায় ছয় শত হেরোইন সেবিকে আটক করে। নবাবগঞ্জ জেলখানাতে এখনও প্রায় দেড় শত হেরোইনসেবী আটক রয়েছে। এছাড়াও গত ১২ মাসে ৪১ জন হেরোইন ব্যবসায়ীকে আটক করা হলেও আইনের ফাক দিয়ে তারা বের হয়ে গেছে। জেলার শহর অঞ্চলে ১৫ হাজার হেরোইনসেবী রয়েছে। মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কারণে গত তিন বছরে প্রায় ৮০ জন হেরোইনসেবী মারা গেছে। পিতা কর্তৃক পুত্র, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী, ভাই কর্তৃক ভাই এমনি নিকটতম আপনজনকে হেরোইন সেবনের কারণে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার ঘটনা হাজার অতিক্রম করে গেছে। প্রায় তিন হাজার স্ত্রী হেরোইনের কারণে স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে। শহরের আরামবাগ, রামকৃষ্ণপুর, আজাইপুর, পোল্লাডাঙ্গায় মসজিদ-পাড়া, আলী নগর, শংকরবারী, বটতলা হাট, ফকিরপাড়া, চুনারীপাড়া, শিবতলা, গজগজ্যাপাড়ায় হেরোইনসেবী ও হেরোইন ব্যবসায়ীদের প্রধান ঘাটি।

হাটে বাজারে পান ও মুদির দোকানে ছোট ছোট পুরিয়া করে হেরোইন বিক্রি হয়। বিভিন্ন কোড নামে চাওয়া মাত্র তা পাওয়া যায়। হেরোইনকে সহজলভ্য করার জন্য ভ্রাম্যমান হেরোইন বিক্রেতারা চায়ের ষ্টলে বসে থাকে। কখনও কখনও সেবনের আখড়ার আশে-পাশে এমনকি স্কুল কলেজের গেটে বসেও আজকাল চিনাবাদামের মত হেরোইন বিক্রি হচ্ছে। কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। এদের মাস্তান হিসাবে ব্যবহার করে কালো টাকার মালিকেরা হেরোইন সেবনের জন্য হাতে তুলে দেয় টাকা।

নতুন করে চাপাইনবাবগঞ্জের শহরতলী ও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক হারে গাজার চাষ হচ্ছে। পাশ্রে থেকে আসা কিছু লোক বেশ কিছুদিন ধরে গাজার বীজ ও চারা বিতরণ করে যাচ্ছে।

এছাড়া অঞ্চলে তালের তাড়ির অধিক প্রচলন। জেলার বরেন্দ্র অঞ্চল তথা শহরতলীর ৫টি ঢাকাতে তালের তাড়ির অবৈধ ভাটি রয়েছে। এদের খরিদ্দার রাজনৈতিক কর্মী ও স্কুল কলেজের ছাত্র।